পরিকল্পনা

একটি নির্দিষ্ট সময়কালে কিছু নির্দিষ্ট উন্নয়নমুখী লক্ষ্য পূরণের জন্য যে কর্মসূচি গৃহীত হয় তা ব্যাপক অর্থে পরিকল্পনা বলে পরিচিত। কোনো একটি দেশের বস্তু ও মানব সম্পদের জোগানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেই দেশের আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯২৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম এই ধরনের প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং বর্তমান বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রই পরিকল্পিত উন্নয়নের পথকে গ্রহণ করেছে। ভারসাম্যপূর্ণ গতিশীল আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ উপযোগিতা সুনিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পনার অপরিহার্যতা স্বীকৃত হয়েছে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারতে স্বায়ত্তশাসন অধিকার স্বীকৃত হয় এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কংগ্রেসের নেতৃত্বে আঞ্চলিক সরকার তৈরি হয়। ১৯৩৮ সালে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। জাতীয় স্বনির্ভরতা অর্জন ও জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার জন্য বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে উপকমিটি গঠন করা হয় এবং এইভাবেই পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারণার সূত্রপাত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিলেন এবং এই ভাবনাই নেহরুকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের প্রসারকে মাথায় রেখে ১৯৪১ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের জন্য পরিকল্পনা কমিটি গঠন করে, যদিও এর আয়ু ছিল ক্ষণকালের জন্য, গঠিত হয় শাসন পরিষদের পুনর্গঠন কমিটি এবং রূপায়িত হয় বোম্বাই পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রের ও বেসরকারি উদ্যোগের প্রসারের কথা ভাবা হয়। পক্ষান্তরে এম. এন. রায়ের প্রস্তাবিত গণ-পরিকল্পনা বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার ওপর জোর দেয়; সমবায়ের প্রসার ও ভূমিসংস্কারের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৬.১ পরিকল্পনা কমিশনের গঠন

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধান গৃহীত ও কার্যকরী হল। কিন্তু গতানুগতিক ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত রক্ষণশীল গোষ্ঠীর অনিচ্ছায় পরিকল্পিত অর্থনীতির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল না। পরিকল্পনা কমিশন সাংবিধানিক মর্যাদা পেল না, তবে নির্দেশমূলক নীতির অংশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজনকে স্বীকার করে নেওয়া হল। ১২ জন সদস্য নিয়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এর সভাপতি হন। প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির প্রতিবেদনে পরিকল্পনা কমিশনকে বিশেষজ্ঞ পরামর্শদানকারী সংস্থা

বলে উল্লেখ করা হয়। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহসভাপতি কমিশনের কাজ পরিচালনা করেন। সহসভাপতি শাসনপ্রণালী সংক্রান্ত ও সমন্বয়ের দায়িত্ব বহন করেন এবং অর্থসংক্রান্ত বিষয়াদি বিবেচনার মুখ্য দায়িত্বে থাকেন অর্থমন্ত্রী। কমিশন সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ ও পরামর্শ ক্যাবিনেটে পেশ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ক্যাবিনেটের উল্লেখযোগ্য বহু নেতা কমিশনের সদস্য হন বলে পরিকল্পনা কমিশনের পরামর্শ বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে থাকে। অনেকে এই কমিশনকে 'সুপার ক্যাবিনেট' বলে থাকেন। কমিশনের রাজনৈতিক চরিত্র ও শাসকদলের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা নিয়েও অনেকে সমালোচনা করেন।

পরিকল্পনা কমিশন কর্মসূচিসংক্রান্ত পরামর্শদান বিভাগ, সাধারণ সচিবালয়, কারিগরি দপ্তরের মাধ্যমে কাজ করে। প্রথম বিভাগটিতে বিভিন্ন কর্মসূচি, গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। অতিরিক্ত সচিব এই বিভাগের কাজ পরিচালনা করেন। সচিবালয় শাসন সংক্রান্ত বিভাগ, সাধারণ সমন্বয় বিভাগ, যোগাযোগ ও প্রচার সংক্রান্ত বিভাগের মাধ্যমে কাজ করে। সচিব, যুগ্মসচিব, উপসচিব এবং কর্মসূচি ও প্রকল্প সংক্রান্ত উপদেষ্টাগণকে নিয়ে সচিবালয় সজ্জিত হয়। কারিগরি বিভাগের সাধারণ শাখা অর্থনৈতিক বিষয় বিবেচনা করে এবং শাখা বিভাগ জলসেচ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, খাদ্য প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে থাকে। গবেষণা কর্মসূচি সংক্রান্ত কমিটি, কর্মসূচি মূল্যায়ন কমিটি এবং পরিকল্পিত প্রকল্প সংক্রান্ত কমিটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেয়।

List of Deputy Chairpersons of the Planning Commission

Sl.No.	Name	Took Office	Left Office	Other Posts
1	Gulzari Lal Nanda	Feb. 17,1953	Sep. 21, 1963	Minister of Planning
2	V. T. Krishnamchari	Feb. 17, 1993	Jun. 21, 1960	
3	C. M. Trivedi	Sep. 22, 1963	Dec. 02, 1963	
4	Ashok Mehta	Dec. 03, 1963	Sep. 01, 1967	Minister of Planning
5	D. R. Gadgil	Sep. 02, 1967	May. 01, 1971	
6	C. Subramaniam	May 02, 1971	Jul. 22, 1972	Minister of Planning
7	Durga Prasad Dhar	Jul. 23, 1972	Dec. 31, 19	Minister of Planning
8	P. N. Haksar	Jan. 04, 1975	May 31, 1977	
9	D. T. Lakdawala	Jun. 09, 1977	Feb. 15, 1980	
10	N. D. Tiwari	Jun. 09, 1980	Aug. 08, 1981	Minister of Planning
11	S. B. Chavan	Aug. 09, 1981	Jul. 19, 1984	Minister of Planning

Contd.

Sl.No.	Name	Took Office	Left Office	Other Posts
12	Prakash Chandra Sethi	Jul. 20, 1984	Oct. 31, 1984	Minister of Planning
13	P. V. Narasimha Rao	Nov. 01, 1984	Jan. 14, 1985	Minister of Planning
14	Manmohan Sing	Jan. 15, 1985	Aug. 31, 1987	
15	P. Shiv Shankar	Jul. 25, 1987	Jun. 29, 1988	Minister of Planning
16	Madhav Sing Solanki	Jun. 30, 1988	Aug. 16, 1989	Minister of Planning
17	Ramakrishan Sing	Dec. 05, 1989	Jul. 06, 1990	
18	Madhu Dandavate	Jul. 07, 1990	Dec. 10, 1990	Finance Minister
19	Mohan Dharia	Dec. 11, 1990	Jun. 24, 1991	
20	Pranab Mukherjee	Jun. 24, 1991	May 15, 1996	
21	Madhu Dandavate	Aug. 01, 1996	Mar. 21, 1998	
22	Jaswant Singh	Mar. 25, 1998	Feb. 04, 1999	
23	K. C. Pant	Feb. 05, 1999	Jun. 17, 2004	
24	Montek Singh Ahluwalia	Jun. 06, 2004	May, 26, 2014	

৬.২ পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলি

১. দেশের বস্তুসম্পদ ও মানবসম্পদের পরিমাপ ও মূল্যায়ন;
২. সম্পদ বৃদ্ধির সম্ভাবনাগুলির অনুসন্ধান ও এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ;
৩. প্রাপ্ত সম্পদ ও চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ;
৪. অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলোতে ব্যয়বরাদ্দের সুপারিশ করা;
৫. উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;
৬. শিল্পায়নের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো চিহ্নিত করা ও উপযুক্ত ব্যবস্থার সুপারিশ;
৭. আমদানি-রপ্তানি, বাণিজ্য বিস্তার বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ;
৮. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকল্পনা গ্রহণ;
৯. দ্রব্যমূল্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ;
১০. তপশিলি জাতি ও উপজাতি, অনুন্নত শ্রেণী, নারী ও শিশুদের কল্যাণের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ;
১১. কেন্দ্র ও রাজ্যের চাহিদার মধ্যে সমন্বয়;
১২. কেন্দ্র বা রাজ্যের বিশেষ অনুরোধক্রমে বিশেষ কোনো সমস্যার সমাধানকল্পে পরামর্শ দান;
১৩. পরিকল্পনা রূপায়ণ ও প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নির্দেশ;

১৪. পরিকল্পনার অগ্রগতি বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ করা;
১৫. উন্নয়নের পথে অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করা ও তা নির্মূল করার জন্য পদ্ধতিগত পরামর্শ দান।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যপদে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সদস্যপদ এই সংস্থার রাজনীতি নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এই ধরনের সদস্যপদ কমিশনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি করেছে বলে অভিযোগ করা হয়। কেন্দ্রীয়স্তরে পরিকল্পনা গ্রহণের সময়ে আঞ্চলিক চাহিদাকে উপেক্ষা করা হয় বলেও অনেকে অভিযোগ করেন। কমিশন যুক্তরাষ্ট্রীয় চাহিদাকে ক্ষুণ্ণ করে বলেও সমালোচনা করা হয়। যদিও জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় স্তরে কাজ করে, তথাপি প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য অযুক্তরাষ্ট্রীয় বলে অভিযোগ করা হয়ে থাকে।

পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫০ সালের ১৫ মার্চ সংবিধান বহির্ভূত পদ্ধতি অনুযায়ী গঠিত হয়। সংবিধানে কোথাও পরিকল্পনা কমিশনের উল্লেখ নেই এবং সংবিধান চালু হবার অল্প কয়েক মাসের মধ্যে একটি প্রশাসনিক নির্দেশ অনুযায়ী পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। গণ-পরিষদের বিভিন্ন বিতর্ক এবং আলোচনায় স্বাধীন ভারতে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়। জওহরলাল নেহরু সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং উন্নয়নের সোভিয়েত মডেলটির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতে পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়নের ওপর জোর দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংবিধানের যুগ্ম তালিকায় একটি বিষয় হিসেবে পরিকল্পনা স্থান পায়। কিন্তু সংবিধানের মূল অংশে পরিকল্পনা কমিশনের বা পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না, যা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের নিঃসন্দেহে কিছুটা বিভ্রান্ত ও হতাশ করে।

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হবার পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ শুরু হয় এবং ১৯৫১ সালের ১ এপ্রিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

১৯৫১-১৯৫৬	প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
১৯৫৬-১৯৬১	দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
১৯৬১-১৯৬৬	তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
১৯৬৬-১৯৬৯	বার্ষিক পরিকল্পনা
১৯৬৯-১৯৭৪	চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
১৯৭৪-১৯৭৯	পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

১৯৭৯-১৯৮০	বার্ষিক পরিকল্পনা
১৯৮০-১৯৮৫	ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
১৯৮৫-১৯৯০	সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
১৯৯০-১৯৯১-৯২	বার্ষিক পরিকল্পনা
১৯৯২-১৯৯৭	অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
১৯৯৭-২০০১	নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
২০০১-২০০৬/০৭	দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
২০০৭-২০১২	একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
২০১২-২০১৭	দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

১৯৬৬-৬৯, ১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৯০-৯২ সময়কালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। এই সময়কালকে 'Plan holidays' বলে চিহ্নিত করা হয়। এই সময়কালে ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে মুখরক্ষার তাগিদে শাসকদল এই বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের কৌশল নেয়। বর্তমানে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী রয়েছে, যার সমাপ্তি হবে ২০১৭ সালে।

৬.৩ ভারতে পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য

সংবিধানে উল্লেখ না থাকলেও ভারতীয় নেতৃত্ব ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনাকেই মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এক্ষেত্রে একদিকে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা এবং সোভিয়েত মডেল যেমন ভারতীয় নেতৃত্বকে প্রভাবিত করেছিল, একইসঙ্গে ভারতের বাস্তব অর্থনৈতিক অবস্থা, দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে থাকার ফলে যে অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল, তাকে উন্নয়নশীল হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস ভারতীয় নেতৃত্বকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল।

প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনারই কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে এবং সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে সেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটিকে গড়ে তোলা হয়, তা সত্ত্বেও কতকগুলি সামাজিক লক্ষ্য মাথায় রেখে প্রথম থেকেই ভারতে পরিকল্পনা মাফিক উন্নয়নকে গ্রহণ করা হয়েছিল। এই লক্ষ্যগুলিকে কোনো নির্দিষ্ট বছরের পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয় না। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসেবে এগুলিকে গণ্য করা হয়—

১. জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি;
২. বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করা, যাতে সামাজিকভাবে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি পায়;

৩. আয় এবং সম্পদের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা; এক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার ওপরও বিশেষ নজর দেওয়া হয় এবং আঞ্চলিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যাতে একটি ভারসাম্য রক্ষা করা যায়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখা;
৪. কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত করা, অর্থাৎ চাকরির সংস্থান বাড়ানো;
৫. অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন কৃষি, শিল্প, পরিষেবা এগুলির পারস্পরিক উন্নয়ন ঘটানো; এই প্রতিটি ক্ষেত্রকেও বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে এবং সেই প্রতিটি শ্রেণীই যাতে সঠিকভাবে গড়ে উঠতে পারে, সেদিকে পরিকল্পনা দৃষ্টি দেয়;
৬. অর্থনীতির ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ, অর্থাৎ বিশেষ করে কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগের ব্যবস্থা করা;
৭. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি মাথায় রেখে পরিকল্পিত উন্নয়ন শুরু করা হয়েছিল, তা হল দারিদ্র্যের হার যথা সম্ভব কমানো এবং বি.পি.এল. (Below Poverty Line), দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করা মানুষের সংখ্যা যথাসম্ভব হ্রাস করা।

যে পরিস্থিতিতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, সে সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। একদিকে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অপরদিকে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য কমানো, পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য চিহ্নিত করা ও সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সহজ কাজ নয়। এইভাবে অর্থনীতির দিক থেকে এই ধরনের জটিল কিছু বিষয় উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে রাখা হয়েছিল, কারণ সেইসময়ে ভারতীয় নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য ছিল, একটি অত্যন্ত অনুন্নত ও বিপর্যস্ত রাষ্ট্রকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা।

৬.৪ পরিকল্পনা গ্রহণের পর্যায়

যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতি স্থির করা হয়, তা কতকগুলি নির্দিষ্ট পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত রূপ পায়—

১. একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ৫ বছরের জন্য স্থির করা হলেও প্রাথমিকভাবে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, যা আগামী প্রায় ১৫ থেকে ২০ বছরের দূরদৃষ্টি নিয়ে গ্রহণ করা হয়;
২. এই বৃহত্তর পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট ৫ বছরের জন্য কতকগুলি কর্মসূচি নেওয়া হয়। অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রই এই কর্মসূচির আওতায় থাকে। কতকগুলি কেন্দ্রীয় কর্মসমিতি বা

সেন্ট্রাল ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা হয় এবং বিশেষজ্ঞ অর্থনীতিবিদ, প্রশাসক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এই কর্মসমিতিগুলিতে থাকেন। বিভিন্ন রাজ্যগুলির থেকে পরামর্শ চাওয়া হয়;

৩. তৃতীয় পর্যায়ে কেন্দ্রীয় কর্মসমিতিগুলি রাজ্যগুলির কাছ থেকে পরামর্শ পেয়ে যে প্রতিবেদন তৈরি করে, তার ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা কমিশন একটি প্রস্তাবপত্র তৈরি করে, যেটিকে পরিকল্পনার একেবারে প্রাথমিক রূপ বলা যেতে পারে। এই প্রস্তাবপত্রটি জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদে আলোচিত হয়;

৪. চতুর্থ পর্যায়ে উন্নয়ন পরিষদ আলোচনা করে প্রস্তাবপত্রের ওপর যে সুপারিশ দেয়, তার ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা কমিশন একটি ড্রাফ্‌ট প্ল্যান বা খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করে। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বশাসিত সংস্থায় এই খসড়া পরিকল্পনার প্রতিলিপি দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন সংস্থায় এটি আলোচিত হয়;

৫. পঞ্চম ধাপে বিভিন্ন সংস্থার আলোচনার ওপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেয় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হলে এটি সংসদে পেশ করা হয় এবং সাধারণত আলোচনার পরে সংসদ সেটিকে অনুমোদন দেয়;

৬. ষষ্ঠ পর্যায়ে পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপটি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয় এবং অর্থমন্ত্রক আর্থিক বরাদ্দ অনুমোদন করলে পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ শুরু হয়।

সবশেষে বাস্তবায়িত পরিকল্পনাটি কিছুদিন অন্তর মূল্যায়ন করা হয়। এই মূল্যায়নের দায়িত্বে থাকে পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। বিভিন্ন স্তরের মতানুযায়ী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আংশিক পরিবর্তন ঘটানো হয়।

৬.৫ জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ

ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ, বহুজাতিক যুক্তরাষ্ট্র। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গতি আনয়নের জন্য তথা দ্রুততার সঙ্গে জাতি গঠনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পিত উন্নয়নের কথা ভাবা হয়। সংবিধানের পাতায় উল্লেখ না থাকলেও এই উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে গঠিত হয় পরিকল্পনা কমিশন। ক্রমে পরিকল্পনা কমিশনের কাজ ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় পরিকল্পনা কমিশনের কাজে জটিলতাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৯৪৬ সালে কে. সি. নিয়োগীর নেতৃত্বে গঠিত পরামর্শদানমূলক পরিকল্পনা বোর্ড একটি পরামর্শদানকারী সংস্থা গঠনের সুপারিশ করে, যা পরিকল্পনা কমিশনের কাজে সাহায্য করবে। ফলে পরিকল্পনা কমিশনের কাজে সহায়তা করার জন্য, বিশেষত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা অনুসারে রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে পরিকল্পিত উন্নয়নে অগ্রসর হওয়ার জন্য ১৯৫২ সালের ৬ আগস্ট জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় এই জাতীয় সংস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছিল : "In a country of the size of India where the states have under the constitution full autonomy within their own spheres of duties, it is necessary to have a forum, such as, the National Development Council at which, from time to time, the Prime Minister of India and the Chief Ministers of States can review the working of the plan and its various aspects." পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রয়োগ ও পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের কাজে সহায়তা করার জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গঠনের কথা ভাবা হয়েছিল।

পরিকল্পনাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আকার দেওয়ার জন্য জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হয়। ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের কাজে সহায়তা করার জন্য এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রয়োজন ও পরিতৃপ্তির সম্ভাবনার মধ্যে সমন্বয়সাধন করার জন্য জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। কেন্দ্র ও রাজ্যের নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য এমন একটি সংস্থার প্রয়োজন হয়, যা কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং জাতীয় পরিকল্পনা কমিশনকে সাহায্য করবে। "It symbolises the federal approach to planning and is the instrument for ensuring that the planning system adopts a truely national perspective." (R. Arora, R. Goyal, 1997, p. 428)।

৬.৬ জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের গঠন

জন্মলগ্ন থেকেই জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উচ্চস্তরীয় কর্তাব্যক্তিদের নিয়েই গঠিত হয়। এছাড়া পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরাও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৭ সালে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন সুপারিশ করে যে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে নিম্নলিখিত ব্যক্তির উপস্থিতি আবশ্যক।

১. প্রধানমন্ত্রী;

২. উপপ্রধানমন্ত্রী (যদি থাকে);

৩. কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী;
৪. কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী;
৫. কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী;
৬. কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী;
৭. কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও পরিবহন মন্ত্রী;
৮. কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী;
৯. কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী;
১০. কেন্দ্রীয় সেচ ও শক্তি মন্ত্রী;
১১. রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ;
১২. পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ।

প্রধানমন্ত্রী এই পরিষদের সভাপতিত্ব করবেন এবং পরিকল্পনা কমিশনের সচিব মহোদয় পর্ষদের সচিব হিসেবে কাজ করবেন বলে সুপারিশ করা হয়।

ভারত সরকার কিঞ্চিৎ পরিমার্জন করে সুপারিশগুলি গ্রহণ করে। অতঃপর জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হয়, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ, কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধান প্রশাসকগণ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণকে নিয়ে। এই নতুন গঠনকাঠামো নিয়ে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ পুনর্গঠিত হয় ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কোনো কারণে কোনো মুখ্যমন্ত্রী সভায় না উপস্থিত থাকতে পারলে তিনি তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারেন। পরিষদের আলোচ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অংশগ্রহণ করতে পারেন। রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদরা ও অন্যান্য স্বীকৃত বিশেষজ্ঞরাও পরিষদের আলোচনায় আমন্ত্রিত হতে পারেন। আনুষ্ঠানিক মত গ্রহণের কাজ জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ করে না। বিস্তারিত আলোচনা নথিভুক্ত করে সর্বসম্মতভাবে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। পরিষদ অবশ্য মাঝেমাঝেই নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য বা পর্যবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কমিটি গঠন করে, যেমন ১৯৬০ সালের মার্চে মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছিল।

সাধারণত বছরে দুবার জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের অধিবেশন হয়ে থাকে। অবশ্য এবিষয়ে কোনো কঠোর নিয়ম না থাকায় বছরে দুবারের বেশি সময়েও পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে, ১৯৬০ থেকে এপর্যন্ত ১৬ বার পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিষদের আলোচ্যসূচি সাধারণত পরিকল্পনা কমিশনের সচিবই প্রস্তুত করে থাকেন, কারণ তিনি একাধারে পরিকল্পনা কমিশনের ও অন্যদিকে উন্নয়ন পরিষদের সচিব। সাধারণত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিই পরিষদের আলোচনায় গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

সমগ্রদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুষম ও দ্রুত উন্নয়নের জন্য, রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের পরিকল্পনার কাজে সহায়তা করবার জন্য এবং পরিকল্পনা কমিশনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করবার জন্য সরকারের জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গড়ে উঠলেও বাস্তবে পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় মুখপাত্র হিসেবেই কাজ করে চলেছে।

উন্নয়ন পরিষদের মূল কাজ হল—

১. জাতীয় পরিকল্পনার জন্য নির্দেশিকা সুপারিশ করা ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্ম প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন করা;
২. জাতীয় উন্নয়নকে প্রভাবিত করে এরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিকে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করা;
৩. পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের পরিমাপ, মূল্যায়ন ও সম্পদ সংগ্রহের পদ্ধতি নির্দেশ করা;
৪. পরিকল্পনা প্রয়োগের পর পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা।

পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক রচিত পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ। পর্ষদের সচিব যে কোনো আলোচ্য বিষয়ের ওপর স্মারকপত্র প্রস্তুত করে তা পর্ষদের সভাপতির ও সহসভাপতির হাতে অনুমোদনের জন্য দিয়ে থাকেন। অনুমোদন পাবার পর আলোচ্য বিষয়বস্তু পর্ষদের সকল সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এটি সকলের দ্বারা গৃহীত হলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি খসড়া তৈরি করা হয় এবং তা পেশ করা হয় পার্লামেন্টে। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ পরিকল্পনা অনুমোদন করলে তাকে কার্যকর করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বা তাদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে এবং বিভিন্ন কমিটির বৈঠকে পরিকল্পনা কমিশনের সচিবই সচিব হিসেবে কাজ করেন। কমিটিগুলির সুপারিশ কেন্দ্র ও রাজ্য গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। এই কমিটিগুলি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে বলে মনে করা হয়।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের উপরিউক্ত কার্যাবলি একথা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠা করে যে, এই পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারসমূহ ও পরিকল্পনা কমিশনের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছে। এই পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর চাহিদা অনুসারে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা বলা যেতে পারে। আবার জাতীয় উন্নয়ন পরিষদকে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশ্নে

দায়িত্ব ও কর্তব্যের যথার্থ বণ্টনের এক অভিনব কৌশলও বলা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় স্তরে পরিকল্পনা কমিশন যুক্তরাষ্ট্রীয় চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটাতে পারে না এবং সেই কারণেই জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হয়, যাতে এই সংগঠন পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে রাজ্যগুলির মুখপাত্র হয়ে ওঠে। জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদকে অনেকেই কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দখলকারী সুপার ক্যাবিনেট বলে অভিযুক্ত করেছেন।

রাজ্য সরকারের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের কারণ অনুসন্ধান, মিতব্যয়িতা সুনিশ্চিত করা, ভরতুকি, সুদ প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে এই কমিটি প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকে।

নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি ঃ গ্রাম ও শহরে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তি ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে এই কমিটি। সামাজিক প্রকল্পে নিয়োগ ও টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে এই কমিটি।

সাক্ষরতা কমিটি ঃ জাতীয় সাক্ষরতা কর্মসূচির বিভিন্ন দিকের পর্যালোচনা করে এই কমিটি। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার, এন.জি.ও. ও গণমাধ্যমের উদ্যোগে শিক্ষার প্রসার, শিশু কল্যাণ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি এই কমিটির এক্তিয়ারভুক্ত।

চিকিৎসা শিক্ষা কমিটি ঃ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উন্নতমানের চিকিৎসক তৈরির পরিকাঠামো নিয়ে সুপারিশ করে এই কমিটি।

এই সকল কমিটির সদস্যদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ। কমিটিগুলির সভাপতিত্ব করেন যে কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং পরিকল্পনা কমিশনের সচিব কমিটিগুলির সচিব হিসেবে কাজ করেন। কমিটিগুলির সুপারিশ কেন্দ্র ও রাজ্য গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে ও পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। এই কমিটিগুলি জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে বলে মনে করা হয়।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ ১৯৯২-৯৩ সাল থেকে ৪৩তম অধিবেশনের সূত্র ধরে নিম্নলিখিত কমিটিগুলির সাহায্যে কাজ করে।

জনসংখ্যা সংক্রান্ত কমিটি ঃ জনসংখ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামাজিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের দিকে লক্ষ রাখা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি গ্রহণ, এই সকল প্রকল্পে গণঅংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার পদ্ধতি নির্দেশ, পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ ও মূল্যায়ন, মহিলা-কল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ ও এই সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা এই কমিটির দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

আণবিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত কমিটি ঃ রাজ্যস্তরের উপবিভাগীয় পরিকল্পনার বিষয় ও পরিধি নির্ধারণ, এই ধরনের ক্ষুদ্রতম এককে গৃহীত পরিকল্পনাকে কার্যকরী

...উপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা, তৃণমূলস্তরের মানুষের পরিকল্পনায় ...গ্রহণ সম্বন্ধে সুপারিশ করা এই কমিটির দায়িত্ব।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদকে মূলত রাজ্যগুলির একটি প্রতিষ্ঠান বলে চিহ্নিত করা ...এর সদস্যদের অনেকেই কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। প্রধানমন্ত্রীই জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের ...ও কাজ পরিচালনা করেন। অতঃপর জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ কতটা যুক্তরাষ্ট্রের ...মিকা পূরণ করতে পারে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

...৭ NITI আয়োগ

...০১৫ সাল পরিকল্পনা কমিশনের ইতিহাসে একটি নয়া মোড় নিয়ে আসে। ৬৫ ...রের পুরোনো এই ঐতিহ্যকে সরিয়ে প্রতিস্থাপন করার কথা বলা হয় NITI ...ational Institute of Transforming India) আয়োগ নামক একটি সংগঠনের, ...পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ ও সম্পদ বণ্টনের মাপকাঠি চিহ্নিত করার পরিবর্তে ...রকারের চিন্তার ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করবে এবং রাজ্যস্তরে আর্থ-সামাজিক ...রিবর্তনের কাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে সরকারি সূত্রে দাবি করা ...য়। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দাবি করেন যে, এই সংগঠন সহযোগিতামূলক ...ক্তরাষ্ট্রকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হবে ('NITI Aayog Replaces Planning ...ommission...' NDTV, January 02, 2015)। ২ জানুয়ারি নীতি আয়োগের ...ন ঘোষণা করা হয়—প্রধানমন্ত্রী পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান হিসেবে বিবেচিত ...ন। ২৯টি রাজ্যের নেতৃত্ব এই NITI আয়োগকে সমৃদ্ধ করবেন বলে উল্লিখিত হয়। ...০১৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি NITI আয়োগের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। যে ...বৈশিষ্ট্য নিয়ে NITI আয়োগ কাজ শুরু করে তা হল—

চেয়ারপার্সন—শ্রী নরেন্দ্র মোদী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
উপ-সভাপতি—শ্রী অরবিন্দ পানাগারিয়া

পূর্ণ সময়ের সদস্যবৃন্দ—	শ্রী বিবেক দেবরয়
	শ্রী ভি. কে. সারস্বত
	অধ্যাপক রমেশ চাঁদ
পদাধিকারবলে সদস্যবৃন্দ—	শ্রী রাজনাথ সিং (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী)
	শ্রী অরুণ জেটলি (অর্থমন্ত্রী)
	শ্রী সুরেশ প্রভু (রেলমন্ত্রী)
	শ্রী রাধামোহন সিং (কৃষিমন্ত্রী)
বিশেষ অতিথি সদস্য—	শ্রী নীতিন গড়করি (পরিবহন মন্ত্রী)
	শ্রী থাওয়ার চাঁদ গেহ্লট (সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী)
	শ্রীমতি স্মৃতি ইরানি (মানবসম্পদ মন্ত্রী)

CEO—শ্রী অমিতাভ কান্ট

পরিকল্পনা কমিশনের পরিবর্তে NITI আয়োগ গড়ে তোলার কারণগুলো হল নিম্নরূপ :

ক. জাতীয় উন্নয়নের প্রাথমিক বিষয় ও বিভাগ এবং কৌশলগুলোর ওপরে আলোকপাত করা ;

খ. সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের ধারণাকে মূর্ত করে তোলা, কারণ, শক্তিশালী রাজ্য শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে তোলে ;

গ. গ্রামস্তরে কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করে সরকারের উচ্চতর কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করা ;

ঘ. জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত স্বার্থগুলোকে অর্থনৈতিক কৌশল ও নীতির সঙ্গে যুক্ত করা ;

ঙ. সমাজের যে সকল শ্রেণী অর্থনৈতিক প্রগতির সুযোগ লাভে বঞ্চিত, তাদের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া ;

চ. দীর্ঘকালীন নীতি, প্রকল্প ও কৌশল গ্রহণ ও তাদের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা পরিমাপ করা এবং পরিণাম ও প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে নতুন নীতি গ্রহণ বা মধ্যবর্তী পর্যায়ে নীতি সংশোধন ;

ছ. প্রধান উপযোগিতাগ্রাহী এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অন্যান্য চিন্তার ভাণ্ডারদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনপূর্বক তাদের পরামর্শ গ্রহণ ;

জ. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তারের মাধ্যমে জ্ঞান, উদ্ভাবনী শক্তি ও উদ্যোগ ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ;

ঝ. আন্তর্বিভাগীয় এবং বিষয়াদি ও বিতর্কের দ্রুত সমাধান করে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা ;

ঞ. সুশাসন প্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় গবেষণা ভাণ্ডার তথা সম্পদ কেন্দ্র নির্মাণ এবং টেকসই ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের স্বার্থে সর্বোত্তম অভ্যাস গড়ে তোলা ;

ট. বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগের বাস্তবায়নের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি ;

ঠ. জাতীয় উন্নয়নের ঘোষণার বাস্তবায়ন এবং উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলোর রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন।

NITI আয়োগের গঠনতন্ত্র হল নিম্নরূপ—

ক. ভারতের প্রধানমন্ত্রী—চেয়ারপার্সন।

খ. ...শাসক পরিষদ, যার সদস্য হলেন অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ ও কেন্দ্রশাসিত ...লের লেফট্যানেন্ট গভর্নরগণ।

গ. আঞ্চলিক পরিষদ, যার সদস্য হবেন অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগণ ও কেন্দ্রশাসিত ...লের লেফট্যানেন্ট গভর্নরগণ। এই পরিষদের সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী বা ...মনোনীত ব্যক্তি।

ঘ. বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশেষ জ্ঞানের ধারক ও বিশেষজ্ঞগণ, যারা বিশেষ ...থি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা মনোনীত হবেন।

ঙ. এছাড়া, পূর্ণ সময়ের সদস্য হিসেবে থাকবেন—

১. উপসভাপতি (প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা নিযুক্ত)।

২. পূর্ণ সময়ের সদস্যবৃন্দ।

৩. আংশিক সময়ের সদস্যবৃন্দ (অনধিক দু'জন, যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা সংস্থা থেকে পদাধিকারবলে সদস্য হবেন)।

৪. পদাধিকারবলে অনধিক চারজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণ।

৫. প্রধান কার্যকরী আধিকারিক (CEO নির্দিষ্ট স্থায়ী কার্যকালের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা নিযুক্ত সচিবস্তরের ব্যক্তিত্ব)।

৬. প্রয়োজনানুসারে সচিবালয়।

NITI [National Institution for Transforming India] একটি আয়োগ বা ...রূপে ২০১৫ সালে আত্মপ্রকাশ করে। ২০১৫ সালের ২১ মার্চ একটি বিজ্ঞপ্তি ...রাষ্ট্রপতি NITI আয়োগের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। যে উদ্দেশ্যে NITI আয়োগ ...ন করা হয়, তা হল নিম্নরূপ :

১. জাতীয় লক্ষ্যের আলোকে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য রাজ্যগুলির অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা এবং রাজ্যগুলির ভাবনাকে অগ্রাধিকার প্রদান।

২. ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি উদ্যোগে রাজ্যের কাঠামোগত সমর্থন সুনিশ্চিত করে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রের ভাবনাকে সফল করে তোলা।

৩. গ্রামস্তর থেকে পরিকল্পনা গ্রহণ করে উচ্চতর স্তরে তার যোগসূত্র স্থাপন।

৪. জাতীয় নিরাপত্তাজনিত স্বার্থকে অর্থনৈতিক কৌশল ও নীতির সঙ্গে সংযুক্ত করা।

৫. সমাজের যে সকল শ্রেণি অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হচ্ছে না, তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া।

৬. দীর্ঘকালীন ও কৌশলগত নীতি ও প্রকল্প গ্রহণ করে তাদের অগ্রগতির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া।